কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঃ
সর্বদেশের সর্বকালের সকল জাতির সকল মানুষের

এ.এফ.এম ফতেউল বারী রাজা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেনাবাহিনী থেকে নজরুল ১৯২০ সালে কলকাতায় এলেন। এসেই রবন্দ্রী সঙ্গীতের হাফেজ হিসেবে খ্যাত হলেও ১৯২১ সালের ভিতর এই অতি অল্প সময়ে হিন্দু প্রধান কবি সাহিত্যিক মহলে স্থায়ী আসন গেড়ে বসলেন। এদিকে প্রথমা স্ত্রী নার্গিসকে পেয়ে হারানো বিরহ যন্ত্রনায় কবির হৃদয়াভ্যন্তরে দহণ জ্বালায় যে দাবানলের সৃষ্টি হলো তা থেকে অগ্নুৎপাতের মহা উদগীরণ 'বিদ্রোহী'। আর বিদ্রোহী'র কারণেই তাঁর ভালে অংকিত হয়ে গেল বিদ্রোহী'র রাজ টিকা। আকাশ ছোঁয়া খ্যাতি নিয়ে হলেন বিদ্রোহী কবি।

এরপর নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশের জন্য আশীর্বাণী চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক টেলিগ্রাম পাঠান। রবীন্দ্রনাথ দুর্গ শিখরে বিজয় কেতন তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে ৯ আগষ্ট ১৯২২ (২৪ শ্রাবণ ১৩২৯) সালে নজরুলকে স্বহস্তে লিখিত এক আশীর্বাণী পাঠালেন ঃ

''আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ আগ্নিসেতু।
দুর্দিনে এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা, রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমকমেরে আছে যারা আর্ধ চেতন।''

গুরুর আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে প্রবল ইংরেজ বিরোধী ভূমিকা রেখে ১১ আগষ্ট ১৯২২ (২৬ শ্রাবণ ১৩২৯) সালে অর্ধ সাম্পাতিক 'ধূমকেতু' বাহির হলো। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে 'ধূমকেতুর' শারদীয় সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমণে' কবিতা প্রকাশিত হলো। যাতে কবি অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক এবং বিরোধীদের বললেন–

''আর কত কাল থাকবি বেটা, মাটির ঢেলার মুর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।''

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশ হতেই ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে ধূমকেতুর সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৩ অক্টোবর ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু'–র ১৩ সংখ্যায় ''ধূমকেতুর পথ'' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে নজরুল বীরদর্পে, নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ্যে প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন এই বলে, ''সর্ব প্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারত বর্ষে এক প্রমাণু অংশও বিদেশীদের হাতে থাকবেনা। ভারতবর্ষের পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে, তাতে কোন বিদেশীদের মোড়লী করার অধিকার টুকু পর্যন্ত থাকবেনা।

যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততারি গুটিয়ে বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগপাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু শুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দুর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল– কিছু নিয়ম–কানুন বাঁধন–শৃঙ্খলা মানা–নিষেধের বিরুদ্ধে।'' আর এই লক্ষ্যে সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করলেন এই বলে–

''যেখায় মিথ্যা ভন্ডামী ভাই করবো সেখা বিদ্রোহ।
ধামা–ধরা ! জামা–ধরা ! মরণ–ভীতু চুপ রহো
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করবো দেশ
এই দুলালুম বিজয়–নিশান, মরতে আছি মরব শেষ।''

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor
www.geocities.com/t_tepantor www.geocities.com/maru_digonto

এতে পরে গেলেন সরকারের রাজ রোষানলে। ২৫ অক্টোবল ১৯২২ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হলো। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সংকলনের ২২০০ (দুই হাজার দুইশত) কপি নিমিষে নিঃশেষিত হয়ে যায়। রাতারাতি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। অর্জন করলেন বাংলা সাহিত্যের এক হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে অপ্রতিদ্বন্দী খ্যাতি। এ মাসেই প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী' প্রকাশিত হয়। এ বই দুইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

ইতঃমধ্যে নজরুল বিভিন্ন স্থান থেকে সংবর্ধনা পেতে শুরু করলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশে ৬ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৩ নভেম্বর পুলিশ ধুমকেতু পত্রিকার অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিস এবং প্রেস তছনছ করে ফেলে। ৮ নভেম্বর নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। নজরুল পালিয়ে কুমিল্লা চলে যান। ২৩ নভেম্বর ১৯২২ সালে 'যুগবাণী' বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২৯ নভেম্বর ১৯২২ সালে কবি কুমিল্লা গ্রেফতার হলেন। পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে বিদ্রোহি কবির গৌরব শত সহস্রগুন বেড়ে গেল। দেশবাসীর অন্তরের গভীরে প্রতিথ হল ভালবাসার শেকড়।

অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তাদের হৃদয় সিংহাসনে। ৭ জানুয়ারী ১৯২৩ সাল, রবিবার দুপুরে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে রচনা করলেন, ঐতিহাসিক 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। ৮ জানুয়ারী ১৯২৩ সালে মিঃ সুইনহোর এজলাসে নজরুল রাজবন্দী হিসেবে তাঁর এই বিখ্যাতি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' দিলেন। ১৬ জানুয়ারী ১৯২৩ সাল বিচারে নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হল। আটক অবস্থায় নজরুল উত্তাল হয়ে উঠলেন। জেল কর্তৃপক্ষ নজরুলকে ডান্ডা বেড়ি পরাল। ১৭ জানুয়ারী ১৯২৩ সাল নজরুলকে স্থানন্তরিত করা হল আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রণাথ তাঁর বিখ্যাত গীতি নাট্য 'বসন্ত' নজরুলকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গ বাক্যে লিখলেন ঃ 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহ ভাজনেষু !

' নজরুল সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'জাতীয় জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতি নাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সে খানা নিজের হাতে তাঁকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি নিজে যখন গিয়ে দিয়ে আসতে পারছিনা, ভেবে দেখলাম, তোমার হাতে দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো। আমার হয়ে ওকে তুমি বইখানা দিও।'' আর এও বলতে বললেন, ''লেখা যাতে কোন অবস্থাতেই বন্ধ না করে।''

এ সময় তরুণ নজরুলকে মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে অবিহিত করে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত নাখোশ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, ''যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, তা মহাকাব্য। কাব্যে অশির ঝনঝনা থাকতে পারেনা, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতীয় অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, আসির ঝনাঝন যখন সেখানে ঝঙ্কার তুলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্য তাকে প্রকাশ করবে বৈকি। আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও এই সুর বাজত।''

ইতঃমধ্যে সারা দেশ গর্জে উঠেছে নজরুলকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে। ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ সাল আলীপুর জেল থেকে নজরুলকে হুগলী জেলে স্থানান্তর। সুপার বন্দনা রচনা। জেল কর্তৃপক্ষ নজরুল এবং সাধারণ কয়েদিদের উপর অত্যাচার বাড়িয়ে দিল। তাঁদের সেলে অবদ্ধ করা হলো। সাধারণ কয়েদিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল জেল সুপার মিঃ থার্সটনের বিরুদ্ধে ৩৯ দিনের অনশন শুরু করলেন। সংবাদে সারা বাংলার মানুষ রাজনৈতিক নেতা, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন কোন বিপর্যয় যেন না ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেশের বাইরে। সংবাদ পেয়ে বিচলিত হলেন এবং সিলং থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন ''GIVE UP HUNGER STRIKE. OUR LITERATURE CLAIMS YOU.'' যার অর্থ– ''অনশন ভঙ্গ কর, আমাদের সাহিত্যের দাবী অনেক।''

নজরুল টেলিগ্রাম পেলেন না। কারণ জেলার টেলিগ্রামটি নজরুলের ঠিকানায় না পাঠিয়ে ''THE ADDRESSEE NOT FOUND.'' বলে ফেরত পাঠালো। বরীন্দ্রনাথ বিট্রিশদের মনোবৃত্তি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি স্বীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে লিখলেন ঃ

কল্যাণীয়েষু,
রথী, নজরুল ইসলাম কে PRESIDENCY JAIL এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম ''GIVE UP HUNGER STRIKE. OUR LITERATURE CLAIMS YOU.'' জেল থেকে MEMO এসেছে 'THE ADDRESSEE NOT FOUND.'' অর্থাৎ ওরা আমার MESSAGE দিতে চায় না। কেননা, নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব, নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাঁধা দিতে চায় না।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(পত্রটি 'দৈনিক বসুমতি' ১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়)

১৮ জুন ১৯২৩ সালে হুগলী জেল থেকে আবার বহরমপুর জেলে স্থানান্তর করে। দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জ দাসের আহ্বান এবং সভাপতিত্বে কলকতায় বিশাল জনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল, ''বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের মঙ্গালের জন্য নজরুলের জীবন রক্ষা করতে হবে।''

এভাবে নজরুলের জীবনে অভিভক্ত বাংলায় বাঙ্গালীর ইতিহাসে অভাবিত গৌরব এসে গেল। মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে তাঁর ভাবমূর্তি দেখা দিল বাঙ্গালীর ঐক্য, সংগ্রাম, শৌর্য, আবেগ ও কল্পনার প্রতিভূ রূপে। যা অকপটে স্বীকার করলেন রবীন্দ্রনাথ, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। অবশ্য এর আগেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে নজরুলের বিপুল সংবর্ধনা হয়ে গেছে।

মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২৮ (কার্তিক ১৩৩৫) সংখ্যায় নাজির আহম্মদ চৌধুরীর লেখা ''ইছলাম ও নজরুল ইসলাম'' নিবন্ধের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম কবি নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে অবিহিত করা হয়। ময়মনসিং থেকে মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খানের এই প্রতিবাদ পাঠানো চিঠি ৩০ নভেম্বর ১৯২৮ শুক্রবার সাপ্তাহিক সওগাতে প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি লিখেন,.....''নজরুল ইসলাম বাংলার জাতীয় কবি এবং এই বাঙ্গালী জাতি হিন্দু আর মুসলমান লইয়া গঠিত। তাই তাঁহার 'রচনায় ইসলামী ও হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় ভঙ্গির ছাপই দিতে হইবে।

নতুবা রচনা সুন্দর হইবে না।' এবং জাতীয় কবির লেখার ভিতর উভয় রূপ ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক, ইহাতে হতাশ হইয়া পড়িবার কিছু নাই।'' এরপর ২১ ডিসেম্বর ১৯২৮ শুক্রবার সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ চট্টগ্রামের আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরীর এক চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি লিখেন, ...''নজরুল কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও। দু'বছর আগে আমরা নজরুলের প্রতিভাকে স্বীকার করেছি, সভা-সমিতি করে। সভা কেবল মুসলিম হলে, মাদ্রাসায় হয়নি- সাহিত্য পরিষদ, যাত্রা মোহন স্কুল, এমনকি হিন্দুর মহাতীর্থ সীতাকুন্ডও যোগ দিয়েছিল এই কবি প্রশস্তিতে।

চট্টগ্রামের কবি সংবর্ধনায় কৃতিত্ব শুধু প্রিন্সিপাল কামাল উদ্দিন খান সাহেব, আবদুস সাত্তার, খালেক চৌধুরী ও হাবীবুল্লা চৌধুরীর নয়, এই মহোৎসবের গোড়ায় 'জ্যোতি' সম্পাদক মহিম দাশ, হিন্দু মহাসভার রায় বাহাদুর, কামিনী দাস, কলেজের আশু-হিমাংশু-দুলালেরও আস্তিত্ব ছিল। এই কথাটা আজ আমি আপনাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি।''

এবার দেশবাসীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানিক জাতীয় সংবর্ধনা। নজরুল তখন 'সওগাত'-এর সঙ্গে যুক্ত। কলকাতার ১১ নম্বর ওয়েলেসলিতে ছিল সওগাত অফিস। নিচের তলায় ছিল প্রেস। উপরের তলায় বিশাল হলরুম। পাশে ছিল একটি ছোট্র রুম। এই রুমে নজরুল ইসলাম থাকতেন। 'সওগাত' সম্পাদক নাছির উদ্দিন সাহেবের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না থাকলেও নজরুলের লেখার সম্মানিভাতা কখনও আটকে রাখেন নি। কবির জাতীয় সংবর্ধনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই নাছির উদ্দিন সাহেবই চিন্তা করেন এবং সওগাতের সাহিত্য মহলে এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

আর এ ব্যাপারে দেমবাসীর প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্য সংবর্ধনার ধারনাটি পত্র পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করেন। সকল মহল থেকেই এই ধারনাকে অভিনন্দিত করা হয়। শুধু নগরাঞ্চল থেকে নয় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকেও বিদ্রোহী কবিকে অভিনন্দিত করার জন্য জাতীয় সংবর্ধনার আয়োজনের প্রতি প্রবল সমর্থন জ্ঞাপন করে। সওগাত অফিসে অজস্র পত্র আসতে থাকে।

সওগাতে প্রেরিত এক পত্রে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেন, ''স্নেহস্পদ নজরুলকে সংবর্ধনার প্রস্তাবে সুখী হইলাম, আমি সর্বপ্রথমেই তাঁহাকে ছয় বৎসর পূর্বে সংবর্ধনা এবং প্রীতি সম্ভাষণ জানাইয়া সামান্য কিছু অর্থোপহার প্রেরণ করিয়াছিলাম। এবার সারা বাঙ্গালী তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতেছে, ইহাতে আমার কত আনন্দ। আমি অসুস্থ এবং বহুছাত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যের জন্য অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। বড় দুঃখ আজ যদি টাকা থাকিত তাহা হইলে কবিকে স্বর্ণমুকুটে সাজাইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার পূর্ণ সহানুভূতি জানবেন। এ বিষয়ে আমি যতদুর পারি চেষ্টা করিব।''

সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন কে টেলিফোনে স্যার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, ''সংবাদ পত্রে দেখলাম, তোমরা নজরুল ইসলামের সংবর্ধনার আয়োজন করেছ। তা দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমাদের জাতীয় জাগরণের জন্য নজরুল যা লিখেছে এরূপ আর কোনো কবি আজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি। সংবর্ধনা ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছি।''

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জানালেন, ''আপনারা নজরুল সংবর্ধনা আয়োজন করে একটা মহৎ কাজ করেছেন। নজরুল শুধু মুসলমানের নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতীর গৌরব। এই সংবর্ধনার ব্যাপারে আমি আপনাদের সাথে আছি। যত শ্রীঘই সম্ভব সংবর্ধনার আয়োজন করুন।''এছাড়া আরো অনেক রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, লেখক নজরুল সংবর্ধনার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপণ করেন।

নজরুল সংবর্ধনা আয়োজনের জন্য এভাবে প্রস্তুতি ও মত বিনিময়ের কাজ চলল একবছর। প্রস্তুতি কমিটির সভা ডাকা হয় ৯ অক্টোবর ১৯২৯ সাল। সভার স্থান নির্ধারণ করা হয় কলকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে। এই উপলক্ষ্যে সওগাত পত্রিকায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়।
''আগামী ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬.৩০ টার সময় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে (ওয়েলেসলী স্কোয়ার) কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেবার উদ্দেশ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিবার জন্য এক জনসভার অধিবেশন হইবে। সাহিত্য প্রিয় জনসাধারনের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। আবেদনে স্বাক্ষর প্রদান করেন–

এ.কে ফজলুল হক (এডভোকেট, হাইকোর্ট),
শ্রী জলধর সেন (রায়বাহাদুর, ভারতবর্ষ সম্পাদক),
হেদায়েত হোসেন, (শামসুল ওলামা, খান বাহাদুর, প্রিন্সিপাল কোলকাতা মাদ্রাসা),
এস. ওয়াজেদ আলী (বিএ ক্যান্টাব, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট),
আসাদুজ্জামান (খান বাহাদুর, এডভোকেট হাইকোর্ট),
এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী (বার এটল),
আর. আহমদ (ডেন্টিস্ট ও সার্জন),
শ্রী দিলীপ কুমার রায় (সুর শিল্পী),
শ্রী দীনেশ রঞ্জনদাশ (কল্লোল সম্পাদক),
সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মুজাফর আহমদ, সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশেমী ও প্রেমেন্দ্রে মিত্র।

নিদৃষ্ট দিনে খান বাহাদুর আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভার কাজ শুরু হয়।
সভাপতি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ''কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর অসামান্য কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বাঙ্গালী জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হউক।'' সাথে সাথে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয় এবং বিপুল হর্ষধ্বনীর মাধ্যমে এই প্রস্তাব কে স্বাগত জানান। প্রস্তুতি কমিটির সভায় নজরুল সংবর্ধনা সভার তারিখ, দিন, ক্ষণ ও স্থান নির্ধারণ করা হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ (২৯আগ্রহায়ণ ১৩৩৬ ঃ ১৩ রজব ১৩৪৮) রবিবার। অপরাহ্ন কলকাতার এলবার্ট হল।

সভার মূল সভাপতি মনোনীত হন বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন, এস. ওয়াজেদ আলী (বার এট-ল), সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এম.নাসির উদ্দিন (সম্পাদক সওগাত), যুগ্ম সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাস (সম্পাদক কল্লোল), সদস্যগণ হলেন, মোঃ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহম্মদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশেমী, শাহাদাত হোসেন, নলিনীকান্ত সরকার, হাবিবুল্লা বাহার, পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আইনুল হক খান, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, প্রেমেন্দ্রকুমার মিত্র, শেলজানন্দ মুখ্যার্জি, মোহাম্মদ আফজালুল হক, আবু লোহানী, দিলীপ কুমাপ রায়, ফজলুর রহমান ও উমাপদ ভট্টাচার্য। সংবর্ধনায় কবিকে উপহার দেওয়ার জন্য সওগাত প্রেসে মানপত্র ছাপা হয়। মানপত্র

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor
www.geocities.com/t_tepantor www.geocities.com/maru_digonto

রাখার জন্য রুপোর কাসকেট তৈরী করা হয়। এছাড়া কবিকে লেখার জন্য দিতে সোনর দোয়াত-কলম বানানো হয়। এভাবে যথাসময়ে ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ রবিবার কলকাতার এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ থেকে বিপুল সমারোহে ও আন্তরিকতা সহকারে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আবিস্বরণীয় সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পান্ন হলো।

সওগাত অফিস থেকে সংবর্ধনার জন্য কবিকে এলবার্ট হলে নিতে গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। কবির জন্য যে গাড়িটি নির্বাচন করা হয় তার রং ছিল কালো। আর পুরো গাড়িটি লাল গোলাপে জানানো হয়েছিল। কবি মাথায় তাঁর সুপরিচিত গৈরিক রংয়ের টুপি, গেরুয়া পাঞ্জাবী ও উত্তরীয় পরে প্রায় নতুন বরের মতো সাজে সেই গাড়িতে গিয়ে উঠেন। তাঁর গাড়ির পিছনে আরো চারটি গাড়ি ছিল। এ যাত্রায় কবির সঙ্গী হয়েছিলেন খান মুহাম্মদ মঈনউদ্দিন, হাবিবুল্লাল বাহার, আবুল কাশেম শামসুদ্দিন প্রমুখ। দুপুর থেকে সেদিন কলেজ স্টীট পাড়ায়, লোকে লোকারণ্য এবং সভারম্ভের অনেক পূর্বেই বিরাট হলটি জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অনুরাগী শত শত ভদ্রলোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংবর্ধনার মুল আয়োজক ছিলেন নাসির উদ্দিন। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্রী জলধর সেন, অপূর্ব কুমার চন্দ্র, করুণা নিধান বন্দোপাধ্যায়, এম.ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিকি, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দ এবং সাহিত্যনুরাগী মহিলা।

ঠিক দু'টার সময় কবির গাড়ী এলবার্ট হলের সামনে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে কবিকে সভায় আনা হয়। তিনি সভা মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র উপস্থিত সবাই জয় ধ্বনি সহকারে তাহাকে অত্যর্থনা করেন। সভারম্ভে কবির চল্ চল্ গানটি গাহিয়া প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্রচার্য এম.এ সকলকে মুগ্ধ করেন। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল চন্দ্ররায়। তিনি বলেন, ''আজ বাঙ্গালীর কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালীর কবি, কবি মাইকেল মধু সুদন খ্রীস্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙালী জাতি তাহাকে বাঙালী রুপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি ধর্ম নির্বেশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন।''

প্রফুলচন্দ্রের উদ্বোধনী ভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে দেওয়া এই নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ-এর তরফে যে মান পত্রটি প্রদান করা হয়, তা পাঠ করে শোনালেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী। অভিনন্দন পত্রে শুরুতেই তিনি উচ্চারণ করেন, ''কবি, তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙ্গালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি ! আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমার কবিতা বিচার- বিস্ময়ের উর্দ্ধে-সে আপন পদ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোত ধারায় বাঙ্গালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিষ্ময়মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও। বাংলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙ্গে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে।...

তুমি বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মুর্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ জিগীষ কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে। তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিনন্দন তুমি নয়নপাত করো।....
ধুলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে, মানুষের ব্যাথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

অভিনন্দন পত্র পাঠের পর সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জনতার বিপুল করতালি ধ্বনির মধ্যে কবিকে লেখার সোনার দোয়াত-কলম, রুপার কাসকেটে ভরে একটি অভিনন্দন পত্রের কপি কবির হাতে তুলে দেন। এর পর নলিনীকান্ত সরকার রচিত গান নজরুলের অভিনন্দনের উদ্দেশ্যে গেয়ে শোনান উমাপদ ভট্টাচার্য। গানশেষে নজরুল অভিনন্দন পত্রের জবাবে বলেন, ''....বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদক একজন আমি-এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গা। প্রখর দর্শন শার্দ্দুল

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor
www.geocities.com/t_tepantor www.geocities.com/maru_digonto

পশুরাজের ভ্রুকুটি এবং তাদের নখর-দর্শনে ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমরা উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমা দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। ...আমি শুধু সুন্দরের হাতের বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মুর্ত্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারে অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ আমায় বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ওদুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাÊশেক করবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে।...আপনাদের আমার সমস্ত আন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি।''এরপর সভাপতির আহ্বানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। কবির বিষয়ে এই সভায় তিনি বলেন- ''তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বে-রসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হতো।

আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারিনা, নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়- এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব, তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইবো। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদা ঘুরে বেড়াই, বিভিন্ন প্রদাশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের ''দুর্গমগীরি কান্তার মরু''-র মত প্রাণ মাতান গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।''

নেতাজীর পর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক, রায়বাহাদুর জলধর সেন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ''আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা করিবার জন্য যেভাবে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দেশের প্রত্যেক মঙ্গাল আয়োজনে যদি সেই ভাবে আমরা মিলিতে পারি; যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান, শুধুই যদি আমাদের মনে জাগে, আমরা বাঙ্গালী, বাংলা মায়ের সন্ত ান, তবে আমাদের নজরুল সংবর্ধনা স্বার্থক হইবে।''

সংবর্ধনা সভার সমাপনী বক্তর্বে আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, ''আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সংগীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসী বিল্পবের কথা একখানি বইতে সেদিন পড়িতে ছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবি বংশধরেরা এক একটি অতি-মানুষে পরিণত হইবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে কবি সওগাত অফিসে তাঁর রুমে আসেন। তখন সাথে তিনি যে সকল উপহার সামগ্রী আনেন তার মধ্যে ছিল- একটি নতুন ভেলভেট কাপড়ের থলি ভর্তি সিলভার মুদ্রা, লেখার সোনার দোয়াত-কলম, একটি মানপত্র ও তা রাখার রুপার কাসকেট।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৫ জেলকদ ১৩৬০) শনিবার ''দৈনিক নবযুগ''-এ রবিশালের জিলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি হাজী ওয়াহেদরেজা চৌধুরীর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি কবিকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, ''তোমার দেশবাসী তোমাকে ভালবাসে। এমন ভালোবাসা আজ পর্যন্ত কোন কবিই বোধ হয় এদেশে পায় নাই। তাদের সাথে আজ আমার প্রাণের গভীরতম ভালবাসা টুকু গ্রহণ করিও। এতদিন এই ভালবাসাটুকু জানাইবার সুযোগ পাই নাই। আজ সর্বহারা গণচিত্তের মধ্যে তুমি সত্যিকারভাবে নামিয়া আসিয়াছ বলিয়াই নাড়িতে এমন টান লাগিল। আমাদের জাতীয় জীবনে এ এক অভাবিত নব সৌভাগ্য সূর্যোদয়। যুগান্তরের মহিমান্বিত কবি আজ সংবাদপত্র সেবার দুরহ কঠোরতার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। এমনটি আর কোনো দেশ দেখিয়াছে কি ? বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই ঘটনা অক্ষয় হইয়া থাকিবে।''

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৩ (অগ্রহায়ন ১৩৫০) মাসিক ''মোহাম্মদী'' তে আব্দুল বারী সাহেবের এক লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি কবি সম্পর্কে লিখেন, ''বিদ্রোহী সৈনিক কবি লড়াইয়ের ময়দান হইতে ফিরিয়ে

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor
www.geocities.com/t_tepantor www.geocities.com/maru_digonto

আসিয়া যখন বন্দুক রাখিয়া কলম তুলিয়া লইলেন এবং আমামা বাঁধিয়া দামামা বাজাইয়া বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন এবং সে বিপ্লবের ফলে সবিস্ময়ে সকলে দেখিল তাল-তমাল নিম্ব-কদম্বের পাশে খর্জুর-অঙ্গুর মেহদির গাছ শোভা পাইতেছে, শেফালী, মালতী, গন্ধরাজের ঝাড়ের মধ্য হইতে হাসনাহেনা, গোলাপের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে, কোকিলের অদুরে বুলবুলি ফুল শাখাতে দোল দিতেছে, ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা বাহনের পাশে বোররাখ ও দুলদুল দুলকি চালে চলিতেছে, গাণ্ডীরের টঙ্কারের সহিত জুলফিকারের ঝলক মিলিত হইল, এমনকি মলয় মারুতের ফাঁকে ফাঁকে মরু বায়ু উড়াইয়া লু আসিয়া ঠেকিতেছে- তখন হারানো স্বরূপ ফিরিয়া পাইয়া মুসলমানেরা স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হইল।''

নজরুলের 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার জন্য মুসলমানদের মনে একটা ক্ষোভ আছে। কেহ কেহ চড়াসুরে কড়া কথাও তাঁহাকে শুনাইতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আজ পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহে কবি প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবেন।...কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে কবি তাঁহার ঠিক ঠিক হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'ওমর ফারুক', 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল' প্রভৃতি কবিতা ও 'বাজল কিরে ভোরের সানাই', 'চক্ষে আমার কাবার ছবি' প্রভৃতি গানের সহিত 'রক্তাম্বরধারিণী মা' প্রভৃতি কবিতা ও মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকে নজরুলের লিখিত ধরিত্রীর গানগুলি মিলাইয়া বিচার করিলেই এ কথা সহজে ধরা পড়িবে। নব পর্যায়ের সাহিত্যে পাকিস্তানের সৃষ্টি যদি কেহ অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন তবে তিনি নজরুল ইসলাম।''.....

প্রখ্যাত সাংবাদিক মুজিবর রহমান খাঁ জুন ১৯৪৪ (আষাঢ় ১৩৫১) মোহাম্মদীতে লিখেন, ''কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের আদী জাতীয় কবি বললে অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন এবং বলবেন এ কেমন করে হয় ? নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন- 'পাকিস্তান বলা হয়তো ঠিক হয়না, বলা উচিত আল্লাহ জিন্দাবাদ।' কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন আর সমর্থন করুন আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলে পাকিস্তানবাদ তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসেবেই দেখইতে পাই। নজরুল ইসলাম জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন-

''দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।''

এই গানটি থেকে আর বিন্দুমাত্র ভুল হবার অবকাশ থাকেনা যে, নজরুল ইসলাম মুসলিম জাতীয়তাবাদের কবি।....''২৩ মে ১৯৫০ সালে সন্ধ্যা ছ'টায় করাচির কটরাখ হলে অধ্যাপক শাহেদ সোরাওয়াদীর (১৮৯০-১৯৬৩) সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইসলামের ৫২তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের পিইএন (চ.উ.ঘ) শাখা, ইস্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির (উধপপধ টহরাবৎংরঃু ঙষফ ইড়ুং অংংড়পরধঃরড়হ) করাচি শাখার সম্মিলিত উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান সাহেব অবেঘে বলে বসেন, ''নজরুল বিপ্লবের কবি, মুসলমানের কবি এবং পাকিস্তানেরে জাতীয় কবি।

নজরুল বিশেষ উপলক্ষ্যে ঢাকা বা পাকিস্তানের কোথাও এলে তাকে আর কলকাতায় ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। তিনি আমাদের জাতীয় কবি এবং পাকিস্তানেই থাকবেন। আমরা তাঁকে মাথার মণি হিসেবে তাঁর থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।'' ঐ সভায় ভারতের তদানীন্তন হাইকমিশনার মিঃ সি.সি দেশাই ও উপস্থিত ছিলেন। ২৮ মে ১৯৫০ (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬) রবিবার মওলানা আকরম খাঁর দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে নজরুলের উপর মন্তব্য করা হয়ঃ ''পূর্ব পাকিস্তানের জবান কীরূপ হইবে, তার সুর কীরূপ হওয়া চাই, তার নির্ভূল পরিচয় তাঁহার রচনায় রহিয়াছে। এই হিসাবে আমরা তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয়ভাবের উদ্গতা বলিয়া অভিনন্দ না জানাইয়া পারি না।''

২৪ মে ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও বঙ্গবীর আব্দুল কাদের ছিদ্দিকীর প্রচেষ্টায় নজরুলকে ঢাকায় আনয়ন করা হয় এবং ধানমন্ডির ২৮ নম্বরে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৫ মে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ৭৩তম জন্মজয়ন্তী পালন সহ কবিকে বাড়ি-গাড়ি, ডাক্তা-নার্স, থাকা-খাওয়া এবং সেবা-শুশ্রুষার উচ্চতম পর্যায়ে বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধী প্রদাণ করা হয়। ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ বঙ্গভবনে আয়োজীত অনুষ্ঠানে ডিগ্রী পত্রটি উপহার দেওয়া হয়। ২৩ জুলাই কবিকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে ১১৭ নং কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। জানুয়ারী ১৯৭৬ কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার '২১শে স্বর্ণ প্রদক' প্রদান করা হয়। ২৪ মে নজরুলের জনোৎসবে সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে কবিকে সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার দেন। ২৯ আগষ্ট বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে (কবির আন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী 'মসজিদের ই পাশে আমায় কবর দিও ভাই') পূর্ণ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নজরুলকে যেভাবে জাতীয় কবি হিসেবে বলেছেন তাতে নজরুলকে আনাদর, অবজ্ঞা ও অবহেলায় খ**Ê** থেকে খ**Ê**ায়ীত করেছেন মাত্র। অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের সাথে বলতে হয় আল্লাহর একত্বে বা তওহিদ বাদে বিশ্বাসী নজরুল পরিপূর্ণ মানবাধীকারে, সব মানুষের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমানাধিকারে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী থাকলেও ভারতে উপযুক্ত সম্মার্ণ পান নাই। এমনকি এক জাতিতত্ত্বের কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকেও নজরুল বাদ পড়েছেন।

পাকিস্তানের বেলা একই কথা খাটে। তাঁরা কবিকে উপযুক্ত সম্মানতো দিলেনইনা, রবং তাঁকে খর্ব করলেন তাঁর সৃষ্টি সম্ভার থেকে হিন্দুয়ানী শব্দ বাধ দিয়ে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি মুখে আছে কার্যে নাই। কবিকে ঢাকায় আনার পর, পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশনে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য কবির জনম জনমের প্রিয়া বিরহী সমাজ্ঞী নার্গিস দেখেছেন- তাতে অক্ষেপ করে বুলবুল ইসলাম কে বলেছিলেন, ''ওভাবে টানা হেঁচড়া করে না নিয়ে তাঁর বাসভবনেই তো তা হতে পারতো। জাতীয় কবি তো শুধু মুখেই বলা হয় ওর বাসভবনটাকে জাতীয় মিউজিয়াম কিম্বা নজরুল চর্চার জন্য উন্মুক্ত করাটা কি জাতীয় কর্তব্য নয় ?'' তাঁর জন্মতিথিতে সরকারি ছুটি নাই।

সংসদে জাতীয় সংগীতের কথা থাকলেও জাতীয় কবির কথা নাই। প্রায় তিন যুগ হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার কয়েকবার এসেছে। সংসদে জাতীয় কবির বিল পাশ তো দুরের কথা, জাতীয় কবির বিলটি পর্যন্ত উত্থাপন হয় নাই। বিদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি আসলে যে গার্ড অব ওনার দেওয়া হয় তাতে মার্চের তালে তালে গানের সুর বাজানো হয়। সেটাও নজরুলের নয়। অথচ মার্চ করা গানের সুর এবং বাণী বাংলা সংগীতে নজরুলেরই সৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলের চেয়ার আছে, অধ্যাপক আছে কিন্তু নজরুল সাহিত্য নাই। আছে মাত্র দশ নম্বর। না পড়লেও চলে। কবির কবর জিয়ারতে অনুষ্ঠানিক সরকারি ব্যবস্থা নাই। দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিদেশী রাষ্ট্র নায়ক এবং গণ্যমান্যদের কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ফাতেহা পাঠ এবং ফুলের তোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই।

কবরে স্মৃতি সৌধ নির্মানের কথা থাকলেও আজো তা নির্মাণ করা হয়নি। মিডিয়াগুলো নজরুল প্রচারে বিমোখ। নজরুল কে সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখার জন্য এবং নজরুল সংগীতকে সংকোচিত করার জন্য গদবাধা নজরুল সংগীত প্রচার করে থাকে। সীমান্তের ওপার থেকে সস্তা দামের অশুদ্ধ সুরে গাওয়া নজরুল সংগীতের ক্যাসেট আবাধে প্রবেশে কোন প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলেও এখনও মাষ্টার্স কোর্স চালু হয় নাই। নজরুল সাহিত্যের স্বর্ণ ফসলের উর্বর ভূমি কুমিল্লার দৌলতপুর। এছাড়া কবির কিংবদন্তীর প্রণয়ীনি জনম জনমের প্রিয়া বিরহী সম্রাজ্ঞী নাগির্স এবং আমৃত্যু জীবনসাথী গৃহলক্ষী প্রমিলা। যাদের উদ্দেশ্যে নজরুল সংগীতের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষন করেছেন তাঁরাও কুমিল্লার। এরপরেও জাতিয় পর্যায়ে কবি তীর্থ দৌলতপুরে একমাত্র নজরুল সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হয় নাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বাংলা বিভাগের প্রধান ড. আশিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ১৯৮০'র দশকের প্রথম ভাগে আকাশবাণী কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ''নজরুল আমাদেরও জাতীয় কবি। কেননা, তিনি দেশ মাতার কথা বলেছেন।'' কিন্তু সেখানকার সমাজপতিরা এক জাতিতত্ত্বের কারণে সেভাবে নজরুলকে সম্মার্ণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন। আর সে জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় নজরুলকে বাধ দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহর একত্বে বা তৌওতিবাদে বিশ্বাসে নজরুল পরিপূর্ণ মানবাধিকারে, সব মানুষের আর্থ-সাংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক সমানাধিকারে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় বলতেন, ''আমি আল্লাহর বান্দা এবং নবীর উম্মত কিন্তু কবি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার।''

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor
www.geocities.com/t_tepantor www.geocities.com/maru_digonto

অখন্ড ভারতে বৃটিশ ঔপনৈবিশক শাসন, শোষন এবং অর্থ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে উপাধান সংগ্রহ করে কবি তাঁর লেখনির মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার মহান স্বীকৃতি ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ রবিবার অপরাহ্নে কোলকাতার এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী জাতির তরফ থেকে বিপুল সমারোহ ও আন্ত রিকতা সহকারে অবিস্মরণীয় সংবর্ধণাও পেয়েছেন। তাই বৃটিশ আমল থেকেই নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। প্রকৃত পক্ষে নজরুলের লেখায় পৃথিবীর সকল দেশের সর্বকালের সকল জাতির, সকল মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দারুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে কারণেই আমরা তাঁর লেখায় দেখতে পাই,

''যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ- ভূমে রণিবেনা-
বিদ্রোহী রণ- ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।''

অতএব, সন্দেহাতিতভাবে নজরুল শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের কবি নহেন। তিনি সকল দেশের সকল কালের, সকল জাতির, সকল মানুষের কবি। একথাটি তিনি তাঁর লেখাতেও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ''আমি মুসলমান- কিন্তু কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির।''

সহায়ক লেখা ঃ
০১। মুসলিম সংস্কৃতিক চর্চা ঃ জাতীয় কবির দৃষ্টিতে - শেখ দরবার আলম
০২। বৃটিশ আমল থেকেই নজরুল জাতীয় কবি - শেখ দরবার আলম
০৩। জাতীয় কবির সংসদ স্বীকৃতি- আবহেলার আবসান হোক - শফি চাকলাদার
০৪। বিদ্রোহী কবি ঃ প্রথম জাতীয় সংবর্ধনা - ড. করুণাময় গোস্বামী
০৫। নজরুল যখন সংবর্ধনার জন্য এলবাট হলে রওয়না হলেন - নুর জাহান বেগম, বেগম সম্পাদক
(বৈঠক ঃ ফাহিম ফিরোজ)
০৬। আন্তিম স্মৃতি - ডাঃ নুরুল ইসলামু
০৭। হুগলি জেলের স্মৃতি - খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
০৮। অন্তরঙ্গ আলোকে কবি প্রিয়া - বুলবুল ইসলাম